ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী (১৪ তম সভা)

সভাপতি	: জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ	: ৩০ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ।। ১৩ এপ্রিল, ২০২৬
সময়	: বেলা ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান	: মিনি কনফারেন্স রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভাপতি সভার শুরুতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য, বিভাগীয় প্রধান এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে টেকসই, মানসম্মত ও সময়োপযোগী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিএনসিসির সেবার মান আরও উন্নত ও সার্বিক কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে ঢাকাকে একটি ন্যায্য, আধুনিক, মানবিক ও বাসযোগ্য মহানগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে তিনি গঠনমূলক, সুচিন্তিত ও বাস্তবভিত্তিক মতামত উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৩তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
আলোচনা	:	বিগত ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যদের আর কোন পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে কোন মতামত না থাকায় ১৩তম সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণ করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	সভায় ১৩তম সভার কার্যবিবরণীতে কোন পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে মতামত না থাকায় ১৩তম সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০২	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ভূমিজ লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, বিদ্যমান পুরানো টয়লেট নির্মাণ/পুন:নির্মাণ, সংস্কার ও পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত।

আলোচনা : সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জনসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত ও আধুনিক পাবলিক টয়লেটের অভাব দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। বিদ্যমান টয়লেটসমূহের অনেকগুলোই জরাজীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর এবং ব্যবহার অনুপযোগী অবস্থায় রয়েছে। নগরবাসীর স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন নিশ্চিতকরণ এবং নগরের সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ও টেকসই পাবলিক টয়লেট স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। সে বিবেচনায় ২০২০ খ্রিঃ সালে ১২ জুলাই তারিখ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ভূমিজ লিমিটেড এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক এই বিষয়ে নীতিগত অনাপত্তি পত্র/মতামত জ্ঞাপন করা হয়। সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ১২ জুলাই ২০২৫খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়। সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন টয়লেট সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ,সংস্কার এবং এর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখা এবং টেকসই ও একীভূত সেবা নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন। এর আওতায় একই সাথে ভূমিজ নির্ধারণকৃত টয়লেট সমূহে আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন ও নারীবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ও নাগরিকদের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি রোধে যুগোপযোগী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ভূমিজ লিমিটেড এর মধ্যে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/পুণ:নির্মাণ ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বের সমঝোতা স্মারক এবং বর্তমান সমঝোতা স্মারকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নিম্নরূপ:-

ক্র. নং	বিষয়	পূর্বের সমঝোতা স্মারক	বর্তমান প্রস্তাবিত সমঝোতা স্মারক
১.	অধিক্ষেত্র	ডিএনসিসি'র আওতাধীন মার্কেট/ বাজার সংলগ্ন জায়গায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা।	মার্কেট/বাজার ছাড়াও ডিএনসিসি'র আওতাধীন যে কোন উপর্যুক্ত স্থানে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা।
২.	অর্থায়ন	শুধু ভূমিজ তার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পাবলিক টয়লেট সমূহ পরিচালনা /ব্যবস্থাপনা করবে।	ভূমিজ এর নিজস্ব অর্থায়ন ছাড়াও ডিএনসিসি বা অন্য কোন সংস্থার অর্থায়নে নির্মিত পাবলিক টয়লেট পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা জন্য করতে পারবে।
৩.	পরিসেবা ফি	পাবলিক টয়লেট ব্যবহার ফি প্রতিবার: i) প্রস্রাব/পায়খানা করার জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা, ii) গোসলের জন্য ১০ (দশ) টাকা, iii) লকার ব্যবহারের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা, iv) স্যানিটারি ন্যাপকিন ক্রয়ের জন্য ১৫(টাকা) ও ঘ) খাবার পানি প্রতি গ্লাস ২ (দুই) টাকা।	পাবলিক টয়লেটে ব্যবহার ফি প্রতিবার: i) প্রস্রাব করার জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা, ii) পায়খানার জন্য ১০ (দশ) টাকা, iii) গোসলের জন্য ১৫ (পনের) টাকা, iv) লকার ব্যবহারের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা, v) স্যানিটারি ন্যাপকিন ক্রয়ের জন্য ১৫ (টাকা), vi) খাবার পানি প্রতি গ্লাস ১ (এক) টাকা।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত শর্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ভূমিজ লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, বিদ্যমান পুরানো টয়লেট নির্মাণ/পুন:নির্মাণ, সংস্কার ও পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে সকল সদ্য একমত পোষণ করেন।

		শর্ত:- ক) মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রথম পক্ষ তথা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১(এক) মাসের লিখিত নোটিশে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক বাতিল করা হবে।
সিদ্ধান্ত-০২	:	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত শর্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ভূমিজ লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আধুনিক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, বিদ্যমান পুরানো টয়লেট নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ, সংস্কার ও পরিচালনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত উত্থাপিত দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শর্ত:- ক) মানসম্মত সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রথম পক্ষ তথা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১(এক) মাসের লিখিত নোটিশে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক বাতিল করা হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	গাবতলী এলাকায় যানজট লাঘবের নিমিত্তে ইন-আউট রাস্তা নির্মাণের জন্য টার্মিনাল সংলগ্ন বিআরটিসির জায়গা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারক সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন গাবতলী বাস টার্মিনাল হতে আন্তঃজেলা বাসসমূহ উক্ত টার্মিনাল হতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করে থাকে। উক্ত বাসসমূহ আমিনবাজার ব্রীজ হতে টেকনিক্যাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে যাত্রী উঠানামা করানোর ফলে ঢাকা শহরের অন্যতম প্রবেশদ্বারে মারাত্মক যানজট তৈরী হচ্ছে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২৫/০৪/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মাননীয় প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর সভাপতিত্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), বাংলাদেশ বাস মালিক সমিতির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক কার্যকরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। "সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে গাবতলী বাস টার্মিনাল হতে গাড়ি In-Out- এর জন্য BRTC জমিতে প্রস্তাবিত রাস্তা তৈরী করা হবে। এর ফলে BRTC- এর অফিস কক্ষসহ যে গেইট ভাঙ্গা পড়বে তা ডিএনসিসি নির্মাণ/মেরামত করে দিবে। সম্পূর্ণ কার্যক্রমটি সাময়িক বিধায় BRTC এবং DNCC এর মধ্যে MoU করা হবে" - TOD প্লান মোতাবেক MRT-এর কাজ শেষ হওয়ার পর MRT কর্তৃপক্ষ গাবতলী বাস টার্মিনালকে বহুতল ভবন তৈরি করে দিবে মর্মে জানা যায়। গাবতলী বাস টার্মিনাল হতে বর্তমানে গাড়িগুলো বের হয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করানোর জন্য মূল সড়কে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে অন্যান্য যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। গাবতলী বাস টার্মিনাল সংলগ্ন BRTC-এর একটি বাস ডিপো রয়েছে। উক্ত ডিপোর জায়গা দিয়ে যদি ০৪ (চার) লেনের In-Out রাস্তা তৈরি করা হয়, মূল সড়কে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ফলে শহর হতে আউটগোয়িং গাড়িগুলো দ্রুত পার হতে পারবে। এতে জনসাধারণ উপকৃত হবে। সে মতে গাবতলী এলাকায় যানজট লাঘবের নিমিত্তে ইন-আউট রাস্তা নির্মাণের জন্য টার্মিনাল সংলগ্ন বিআরটিসির জায়গা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারকটি বিগত ০৬ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সম্পাদিত হয়। এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে গাবতলী এলাকায় যানজট লাঘবের

		নিমিত্তে ইন-আউট রাস্তা নির্মাণের জন্য টার্মিনাল সংলগ্ন বিআরটিসির জায়গা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারক এর বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	গাবতলী এলাকায় যানজট লাঘবের নিমিত্তে ইন-আউট রাস্তা নির্মাণের জন্য টার্মিনাল সংলগ্ন বিআরটিসির জায়গা ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের নিকট হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারক এর বিষয়ে ভূতাপেক্ষ অনুমতি প্রদানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক এর নামকরণ সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, শহীদ আকরাম খান রাব্বি এর নামানুসারে শহীদ আকরাম খান রাব্বি এর স্থায়ী ঠিকানা বাসা- ৫৫, রোড- ০২, ব্লক- সি, সেকশন-১৩, থানা-কাফরুল এ অবস্থিত হওয়ায় তার নিজ বাসস্থানের রোডটি "শহীদ আকরাম খান রাব্বি রোড" নামকরণ এবং মরহুমা নাজমা কবির এর নামানুসারে ওয়ার্ড নং-১০ এর একটি রাস্তাটি (মরহুমা নাজমা কবির এর বাড়ীর সামনের ১২ ফিট রাস্তা) রোডটি "মরহুমা নাজমা কবির রোড" নামকরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনান্তে আলোচ্য নামকরণ সংক্রান্ত বিষয় দুটি ডিএনসিসি'র সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ উপ-কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী কর্পোরেশন সভায় উপস্থানের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	সভায় আলোচ্য নামকরণ সংক্রান্ত বিষয় দুটি ডিএনসিসি'র সড়ক, ভবন ও স্থাপনা নামকরণ উপ-কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	ক) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মালিকানাধীন বিভিন্ন খেলার মাঠ, পার্ক ও খালি জায়গা অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতির তারিখ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া ধার্য্য সংক্রান্ত। খ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর দারুস সালাম থানা নির্মাণের আবেদিত স্থান বরাদ্দ সংক্রান্ত। গ) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' অনুমোদন প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ডিএনসিসির আওতাধীন এলাকায় সামাজিক অনুষ্ঠানসহ ধর্মীয় সভা, আলোচনা, সমাবেশ, আয়োজনের অনুমতির ক্ষেত্রে ডিএনসিসির মালিকানাধীন মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ খেলার মাঠ ও অন্যান্য মাঠসমূহ গত ০৭/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে প্রতি বর্গফুট ১.৫০/- হারে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। কোন কোন সময় পুলিশ এর অনুমতি না পাওয়ায় আবেদনকারীগণ তারিখ পরিবর্তনের আবেদন করেন। ডিএনসিসি কর্তৃক তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ এর অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকারীকে পুনরায় অনুমতি পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(ক) একবার অনুমতি প্রদান করা হলে কতদিন স্থায়ী থাকে বা না করলে জরিমানার বিধান কি? একই সাথে আবেদনকারীর পরিবর্তীত তারিখ অন্য নতুন আবেদনকারীর আবেদন প্রাপ্ত হলে কোন আবেদন অগ্রাধিকার পাইবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন:-

(১) ১ম বার তারিখ পরিবর্তন করতে হলে ধার্য্যকৃত ভাড়ার ১০% বর্ধিত ভাড়া প্রদান করতে হবে।

(২) ২য় বার তারিখ পরিবর্তন করতে হলে ধার্য্যকৃত ভাড়ার ৩০% বর্ধিত ভাড়া প্রদান করতে হবে।

(৩) ৩য় বার কোন তারিখ পরিবর্তন এর আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ভাড়া বাবদ পরিশোধিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(৪) একই তারিখে একাধিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমতি চাওয়া হলে সে ক্ষেত্রে জরুরী জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাবে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুমতি গ্রহণ করে পরবর্তীতে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে ন্যূনতম ০৭ (সাত) দিন পূর্বে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় ডিএনসিসির তহবিলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

খ) সভায় জানানো হয় যে, মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানের ভূমি জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৎকালীন ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বরাবর জুহরাবাদ, বিশিল ও ছোট দিয়াবাড়ী ০৩টি মৌজার অন্যান্য দাগমিলে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের জন্য ৬৩.৫৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ করতঃ গত ০৯, ডিসেম্বর ১৯৭৮ খ্রিঃ তারিখে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বরাবর হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তর মূলে বর্ণিত ৬৩.৫৪ একর এর ভূমির মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

উল্লেখ্য, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্ণিত মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানের হস্তান্তরিত পত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, "কবরস্থানের ভূমি অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবেনা"।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য ডিএনসিসি'র মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি কবরস্থানের ৬৩.৫৪ ভূমি হতে ০.৫০ একর ভূমি বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে ডিএনসিসি'র গত ৩০ অক্টোবর-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম কর্পোরেশন সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বর্ণিত সভায় আপতত বিষয়টি স্থগিত রাখার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে গত ২২/০৬/২০২৫ খ্রিঃ পুনরায় ডিএমপি কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। প্রার্থীত স্থান বরাদ্দের বিষয়ে অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করা হলো।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জনাব আলমগীর হুছাইন (যুগ্মসচিব) জানান যে, আলোচ্য ভূমির মালিক ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোশেন নয়। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ স্মৃতিসৌধ/করস্থান নির্মাণের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। সিটি কর্পোরেশন আলোচ্য ভূমি কাউকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিতে পারে না। তবে এক্ষেত্রে দারুস সালাম কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আবেদন করতে পারেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

		হতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে আবেদন জাতীয় গৃহয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট আসবে। অত:পর জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বোর্ড সভার অনুমোদন নিয়ে দারুস সালাম থানা নির্মাণের জন্য ভূমিটি স্থায়ী বরাদ্দ দিতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় কাজটি নিখুঁত ও সহজভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আলোচনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মাহবুবা আইরিন জানান যে, আলোচ্য ভূমি ঢাকা জেলা প্রশাসন এর নামে রেকর্ড হয়েছে। ভূমির মালিকানা ও রেকর্ড বিস্তারিত যাচাইয়ান্তে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ভূমি বরাদ্দ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে দারুস সালাম থানা নির্মাণের স্বপক্ষে সকলে একমত পোষণ করে। প্রচলিত আইনের আওতায় বিষয়টি যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে উক্ত ভুমি স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর দারুস সালাম থানা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা যেতে পারে মর্মে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। গ) সভায় জানানো হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের বিগত ০৬/১১/২০২৫ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২২.০০৭.২২.১০১১ স্মারকের নির্দেশনা মতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়া প্রবিধানটি কর্পোরেশনের সভায় অনুমোদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে মতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়া প্রবিধানটি কর্পোরেশনের ১২তম সধারণ সভায় অনুমোদন নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়াটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২ এর সাথে সামঞ্জস্য করে প্রস্তুতকরার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে মতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২২ এর সহিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা) প্রবিধানমালা, ২০২৫ এর কোন দ্বৈততা, পারস্পরিক সাংঘর্ষিকতা বা অসামঞ্জস্যতা নেই। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়া প্রবিধানটি সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো। সভায় আলোচ্য প্রবিধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়া প্রবিধান (সংযুক্তি-খ) অনুমোদনের জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	৫.১) সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

		ক) ১ম বার তারিখ পরিবর্তন করতে হলে ধার্য্যকৃত ভাড়ার ১০% বর্ধিত ভাড়া প্রদান করতে হবে। খ) ২য় বার তারিখ পরিবর্তন করতে হলে ধার্য্যকৃত ভাড়ার ৩০% বর্ধিত ভাড়া প্রদান করতে হবে। গ) ৩য় বার কোন তারিখ পরিবর্তন এর আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ভাড়া বাবদ পরিশোধিত অর্থ অফেরতযোগ্য হবে। ঘ) একই তারিখে একাধিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমতি চাওয়া হলে সে ক্ষেত্রে জরুরী জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাবে। ঙ) যদি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুমতি গ্রহণ করে পরবর্তীতে বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ন্যূনতম ০৭ (সাত) দিন পূর্বে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় ডিএনসিসির তহবিলে জমাকৃত অর্থ অফেরতযোগ্য মর্মে গণ্য হবে। ৫.২) সভায় দারুস সালাম থানা নির্মাণের বিষয়ে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করার বিষয়ে ঢাকা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর দারুস সালাম থানা কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.৩) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে 'বেসরকারি বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা প্রবিধান-২০২৫' এর খসড়া প্রবিধান (সংযুক্তি-খ) অনুমোদনের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ন্যায় অন্যান্য বিভাগে/শাখায় কর্মরত দৈনিক মজুরী ভিত্তিক শ্রমিক/স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল শ্রমিকদের চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা ৮,০০,০০০/- (আটলক্ষ টাকা) নির্ধারণ প্রসংগে।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের চাহিদা মতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিগত ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত ৪.২ অনুযায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সাধারণ মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তা ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০,০০০/- টাকা প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হয় (আদেশ নং-৪৬. ১০. ০০০০. ০৪৭. ১১.০৭৯.২৬-০৯২, তারিখ: ০২/০২/২০২৬খ্রিঃ)। উল্লেখ্য যে, উক্ত মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তা ডিএনসিসি'র সকল বিভাগের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক/স্কেলভুক্ত মাস্টারোল শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন। সে মতে ডিএনসিসি'র পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মতো ডিএনসিসি'র সকল বিভাগের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক/ স্কেলভুক্ত মাস্টার রোল শ্রমিকদের সাধারণ মৃত্যুকালীন আর্থিক সহায়তা ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা প্রদানের নিমিত্ত বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপন করা হলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাস্টাররোল/স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীগণ (পরিচ্ছন্নকর্মী/শ্রমিক/কর্মী) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ টাকা) প্রদানের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত-০৬	:	সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দৈনিক মজুরী ভিত্তিক মাস্টাররোল/স্কেলভূক্ত মাস্টাররোল কর্মীগণ (পরিচ্ছন্নকর্মী/শ্রমিক/কর্মী) চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ টাকা) প্রদানের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ৯ নং ব্লকের পরিবর্তে ১০ নং ব্লকে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের অনুমতি সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, বেওয়ারিশ লাশ দাফনের জন্য নির্ধারিত রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ৪নং ব্লকে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় উক্ত কবরস্থানের ৯ নং ব্লকে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করার বিষয়ে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০ম কর্পোরেশন সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্মার্ট গ্রেভইয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আওতায় বর্তমানে রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানটি ডিজিটালাইজেশন কাজ চলমান। এরই অংশ হিসেবে কবরস্থানের বিভিন্ন ব্লকের নতুন করে নাম্বার দেয়া হয়েছে। সে কারণে পূর্ববর্তী ৯ নং ব্লক বর্তমানে ১০ নং ব্লক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ৯ নং ব্লকের পরিবর্তে ১০ নং ব্লকে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৭	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত রায়ের বাজার স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থানের ৯ নং ব্লকের পরিবর্তে ১০ নং ব্লকে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি -৮	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০২৫-২০২৬ এর মোট বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক রেখে কতিপয় খাতের পুন: উপযোজন সংক্রান্ত।

আলোচনা: সভায় জানানো হয় যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে মোট ৬০৬৯.৯৫ কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে নিজস্ব প্রাক্কলিত আয় ৩৬৩৬.৭১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ইতোমধ্যে প্রায় ৯ মাস অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগ নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য মোট বরাদ্দ এর পরিমাণ ঠিক রেখে কিছু কিছু খাতে বাজেট পুন:উপযোজন চেয়েছেন। যেমন প্রকৌশল বিভাগ থেকে সেতু খাতে বরাদ্দকৃত ৪২.৫ কোটি এর স্থলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। অতিরিক্ত ৫২.৫ কোটি টাকা প্রকৌশল বিভাগের খেলা/প্রশিক্ষণ মাঠ, বাস/ট্রাক টার্মিনালসমূহ ও কবরস্থান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত থেকে কমিয়ে সেতু খাতে যোগ করা যেতে পারে। ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং আসবাবপত্র খাতে যথাক্রমে ৫ কোটি এর স্থলে ১০ কোটি এবং ২ কোটি এর স্থলে ১৬ কোটি টাকা চেয়েছে। আন্ত:বিভাগীয় বাজেট পুন: উপযোজন সভায় বর্ণিত ২টি খাতের অতিরিক্ত ১৯ কোটি টাকা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি খাত থেকে কমিয়ে সংস্থান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৩ কোটির স্থলে তা বৃদ্ধি করে ২৪ কোটি টাকা, নগর স্বাস্থ্য সেবা খাতে ১ কোটি টাকার স্থলে তা বৃদ্ধি করে ৫ কোটি টাকা এবং যানবাহন ব্যবহার চুক্তিভিত্তিক খাতে ৩ কোটি টাকার স্থলে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়েছে। বর্ণিত তিনটি খাতে অতিরিক্ত ১৭ কোটি টাকা যথাক্রমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি ও মশক যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট কমিয়ে সংস্থান করা যেতে পারে।

সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবে (খাত: আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা জানান যে, গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আসবাবপত্র খাতে চাহিদা মোতাবেক ৩টি টেন্ডার আহবান করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারনে সরবরাহ কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০২৫ এর মধ্যে বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি বিধায় ২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ক্যারিড ওভার হিসেবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে; যা নিম্নরূপ:-

ক্র. নং	খাত ভিত্তিক সরবরাহের প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের অর্থ বছর	টেন্ডার পদ্ধতি	চুক্তিমূল্য	এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত পরিশোধিত মূল্য	মে থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য মূল্য	২০২৫-২৬ অর্থ বছরে পরিশোধিত+ পরিশোধযোগ্য মূল্য	২০২৫-২৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে প্রস্তাব
1	"Supply of Steel Almirah through Frame-work Contract [Tender ID: 1117199]"	2024-25	OTM	২২১০০০০০	২২১০০০০০	০	২২১০০০০০	২০০০০০০০	৮০০০০০০০
2	"Supply of File Cabinet through Frame-work Contract (Tender ID: 1091987)"	2024-25	OTM	৮৮৬৬০০০	৫১০০০০০	৩৭৬৬০০০	৮৮৬৬০০০		
3	"Supply of furniture of various categories for DNCC (Tender ID: 1091987)"	2024-25	OTM	৪০২৭৩০০০	৪০২৭৩০০০	০	৪০২৭৩০০০		
4	অন্যান্য জরুরী পণ্য সরবরাহ	2025-26		৮৭৬০৯৯০		৮৭৬০৯৯০	৮৭৬০৯৯০		
উপ-মোট (টাকায়) =				79999990	67473000	12526990	79999990	20000000	80000000
উপ-মোট (কোটি টাকায়)=				8.00	6.75	1.25	8.00	2.00	8.00

এতে গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আসবাবপত্র খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত রয়েছে। পরবর্তীতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আসবাবপত্র খাতে ২.০০ (দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ক্যারিডওভার হিসেবে ৬,৭৪,৭৩,০০০/- টাকা এবং চলতি অর্থবছরে ১,২৫,২৬,৯৯০/- টাকার বিল জুন, ২০২৬ এর মধ্যে পরিশোধ করা হবে। এমতাবস্থায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে আসবাবপত্র খাতে ২.০০(দুই) কোটি টাকার পরিবর্তে ৮.০০(আট) কোটি টাকা বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরুপ ভাবে বাজেট পুন:উপযোজনের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	খাত	বাজেট ২০২৫-২০২৬	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট ২০২৫-২০২৬
১.	৪১১১৩২০	খেলা/প্রশিক্ষণ মাঠ (-)	৭৬.৫০	৭২.০০

২.	৪১১১৩২৬	বাস/ট্রাক টার্মিনালসমূহ (-)	১৯.০০	৮.০০
৩.	৪১১১৩২৭	কবরস্থান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ (-)	৫৫.০০	৪০.০০
৪.	৪১১২১১২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি (-)	১৭০.০০	১৩০.০০
৫.	৪১১২৩২১	মশক যন্ত্রপাতি (-)	৫০.০০	৪০.০০
৬.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই (+)	৫.০০	১০.০০
৭.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (+)	২.০০	৮.০০
৮.	৪১১১৩০৩	সেতু (+)	৪২.৫০	৯৫.০০
৯.	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ(+)	১৩.০০	২৪.০০
১০.	৩২৫২১১১	নগর স্বাস্থ্য সেবা (+)	১.০০	৫.০০
১১.	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার-চুক্তিভিত্তিক (পরিবহন বিভাগ) (+)	৩.০০	৫.০০

সিদ্ধান্ত-০৮ : সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সেবামূলক কার্যক্রমের গতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে ২০২৫-২০২৬ এর মোট বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক রেখে নিম্নবর্ণিত খাতের পুন: উপযোজন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র: নং	অর্থনৈতিক কোড	খাত	বাজেট ২০২৫-২০২৬	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট ২০২৫-২০২৬
১.	৪১১১৩২০	খেলা/প্রশিক্ষণ মাঠ (-)	৭৬.৫০	৭২.০০
২.	৪১১১৩২৬	বাস/ট্রাক টার্মিনালসমূহ (-)	১৯.০০	৮.০০
৩.	৪১১১৩২৭	কবরস্থান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ (-)	৫৫.০০	৪০.০০
৪.	৪১১২১১২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যন্ত্রপাতি (-)	১৭০.০০	১৩০.০০
৫.	৪১১২৩২১	মশক যন্ত্রপাতি (-)	৫০.০০	৪০.০০
৬.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই (+)	৫.০০	১০.০০
৭.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (+)	২.০০	৮.০০
৮.	৪১১১৩০৩	সেতু (+)	৪২.৫০	৯৫.০০
৯.	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ (+)	১৩.০০	২৪.০০
১০.	৩২৫২১১১	নগর স্বাস্থ্য সেবা (+)	১.০০	৫.০০
১১.	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার-চুক্তিভিত্তিক	৩.০০	৫.০০

				(পরিবহন বিভাগ) (+)		
বাস্তবায়ন	:	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।				

বিবিধ-৯	:	(ক)ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর রাজউক অনুমোদিত গড়ান চটবাড়ী (পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের H,J,K,M ও N ব্লকের রাস্তাসমুহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর প্রসংগে। (খ) লেখক আহমদ ছফার কবরটি মিরপুর সাধারণ কবরস্থান থেকে সরিয়ে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে স্থানান্তর প্রসঙ্গে।
আলোচনা	:	(ক)সভায় জানানো হয় যে, ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর রাজউক অনুমোদিত গড়ান চটবাড়ী(পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের H,J,K,M ও N ব্লকের রাস্তাসমুহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরের জন্য ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর পক্ষ থেকে ডিএনসিসির মাননীয় প্রশাসক বরাবর একখানা আবেদন পাওয়া যায়। পত্রে বসবাসের সুবিধার্থে প্রকল্পবাসীর দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর রাজউক অনুমোদিত গড়ান চটবাড়ী (পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের H,J,K,M ও N ব্লকের রাস্তাসমুহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর এর অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক যাচাইবাছাইপূর্বক ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর রাজউক অনুমোদিত গড়ান চটবাড়ী(পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের H,J,K,M ও N ব্লকের রাস্তাসমুহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, লেখক আহমদ ছফার কবরটি মিরপুর সাধারণ কবরস্থান থেকে সরিয়ে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে স্থানান্তর তার পরিবারের পক্ষে জনাব নুরুল আনোয়ার বিগত ১১ জানুয়ারী,২০২৬ তারিখে একখানা আবেদন করেন। আবেদনে জানানো হয় যে, বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজসেবা প্রতিটি ক্ষেত্রে মনস্বী লেখক আহমদ ছফার অবদান রয়েছে কিন্তু আহমদ ছফাকে এ পর্যন্ত সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। উপর্যুক্ত সম্মাণ প্রদর্শনের জন্য তাঁর কবরটি সাধারণ কবরস্থান থেকে সরিয়ে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। বর্তমানে তাঁর কবর নম্বর-১০৮০। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে লেখক আহমদ ছফার কবরটি মিরপুর সাধারণ কবরস্থান থেকে সরিয়ে বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে স্থানান্তর করার বিষয়ে সকল সদস্য সম্মতি পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৯	:	৯.১) ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিনিধি কর্তৃক যাচাইবাছাইপূর্বক ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর রাজউক অনুমোদিত গড়ান চটবাড়ী (পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের H, J, K, M ও N ব্লকের রাস্তাসমুহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক গ্রহণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯.২) সভায় লেখক আহমদ ছফার কবরটি মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের সাধারণ লেন থেকে সরিয়ে বুদ্ধিজীবী লেনে স্থানান্তর এর বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ শফিকুল ইসলাম খান
প্রশাসক
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.৩৯৮.২০২৪- ৩৪৫ তারিখ: ২৭/০৪/২০২৬

বিতরণ কার্যার্থে:
.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৪. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১৩. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৭. মহাপরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
২০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
২২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৭. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩২. সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ ও ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. নিরাপত্তা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৪. অফিস কপি।